চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা

চট্টগ্রাম

মোবাইল নং- ০১৮২৪৪৭৭৬৯৩

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

(প্রেস বিজ্ঞপ্তি) ১৭ ডিসেম্বর'২০২৩খ্রি.

বিনামূল্যে হেপাটাইসিস টিকা দিল লিভার কেয়ার সোসাইটি

বিজয় দিবস উপলক্ষে বিনামূল্যে হেপাটাইটিস বি ও সি রক্ত পরীক্ষা এবং হেপাটাইটিস বি টিকা দিয়েছে লিভার কেয়ার সোসাইটি। শনিবার টাইগারপাসস্থ চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন কার্যালয়ে ৮০ জন পরিচ্ছন্নতা কর্মী ও বাগানমালীকে বিনামুল্যে রক্তপরীক্ষা ও হেপাটাইটিস টিকা দেয় সংগঠনটি।

এ উপলক্ষে আয়োজিত এক সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে চট্টগ্রাম সিটি মেয়র বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. রেজাউল করিম চৌধুরী সংগঠনটিকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, লিভারের বিভিন্ন রোগ বিশেষ করে হেপাটাইটিস সম্পর্কে না জানার কারণে অনেকে প্রাণ হারাচ্ছে, অনেকে পরিবার এ রোগের চিকিৎসা করতে গিয়ে নি:স্ব হয়ে যাচ্ছে। রোগটি সম্পর্কে সচেতনতার অভাবই এই পরিস্থিতির মূল কারণ। ভবিষ্যতে লিভার কেয়ার সোসাইটি আরো বেশি সচেতনামূলক কাজ করবে এটাই আমার প্রত্যাশা।

সভায় হেপাটাইটিসের কারণ, রোগের লক্ষণ , চিকিৎসা এবং প্রতিরোধ বিষয়ে সকলকে সচেতন হবার আহ্বান জানিয়ে মুল বক্তব্য রাখেন লিভার কেয়ার সোসাইটির সভাপতি ও চট্রগ্রাম মেডিকেল কলেজের সহযোগী অধ্যাপক ডাঃ আবদুল্লাহ আল মাহমুদ।

চসিকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শেখ মুহম্মদ তৌহিদুল ইসলামের সভাপতিত্বে এতে আরো উপস্থিত ছিলেন কাউন্সিলর ছালেহ আহম্মদ চৌধুরী, চসিক সচিব খালেদ মাহমুদ, মেয়রের একান্ত সচিব আবুল হাশেম, ভারপ্রাপ্ত প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা. মো. ইমাম হোসেন রানা, আবদুল্লাহ আল ওমর, লিভার কেয়ার সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক ডাঃ মোঃ তারেক শামস, সদস্য রবিউল আলম, নওশাদ আজীজ, সরওয়ার কামাল, সীমান্ত চৌধুরী, তাপস, শাকিল আহমেদ, জাকীর এবং চসিকের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ।

ওয়ার্ড সচিবরা চট্টগ্রামের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে : মেয়র রেজাউল

চট্টগ্রামের উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের সাথে জনগণের চাওয়া-পাওয়ার সমন্বয় করে ওয়ার্ড সচিবরা চট্টগ্রামের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে বলে মন্তব্য করেছেন চট্টগ্রাম সিটি মেয়র বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. রেজাউল করিম চৌধুরী।

শনিবার টাইগারপাসস্থ চসিক কার্যালয়ে চসিকের ওয়ার্ড লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটির (ডব্লিউএলসিসি) কার্যক্রম সম্পর্কে ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মেয়র বলেন, জনগণ সেবাপ্রার্থী হিসেবে ওয়ার্ড সচিবদের কাছে ভালো ব্যবহার প্রত্যাশা করেন। প্রতিটি ওয়ার্ডের দায়িত্বে যেহেতু একজন ওয়ার্ড সচিব থাকেন, সেহেতু তারা ওয়ার্ডে কোথায় কী সমস্যা এবং এজন্য কী করা প্রয়োজন তা চসিকের কাছে তুলে ধরার মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

চসিকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শেখ মুহম্মদ তৌহিদুল ইসলামের সভাপতিত্বে সভায় ওয়ার্ড সচিবদের করণীয় তুলে ধরেন সচিব খালেদ মাহমুদ। এসময় মেয়রের একান্ত সচিব আবুল হাশেমসহ ওয়ার্ড সচিবরা আয়োজনে অংশ নেন।

প্রশিক্ষণ কর্মশালায় শেখ মুহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম
ই-ট্র্যাকার ব্যবহারের মাধ্যদিয়ে মোবাইল, ট্যাব ও কম্পিউটারের মাধ্যমে
অনলাইনে বা অফলাইনে টিকা সংক্রান্ত সকল তথ্য পাওয়া যাবে

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকায় চলমান ইপিআই কার্যক্রম সমূহ সফলভাবে বাস্তবায়নের ইউনিসেফের সহযোগিতায় ইপিআই কর্মসূচীতে ই-ট্র্যাকার কার্যক্রম বাস্তবানের লক্ষ্যে আজ রবিবার এক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা. মোহাম্মদ ইমাম হোসেন রানার সভাপতিত্বে এতে প্রধান অতিথি ছিলেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শেখ মুহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ইউনিসেফ এর হেলথ অফিসার ডা. মো. দেলোয়ার হোসেন। বক্তব্য রাখেন বিভাগীয় পরিচালক (স্বাস্থ্য) ডা. মোহাম্মদ মহিউদ্দিন, সিভিল সার্জন চট্টগ্রাম ডা. মোহাম্মদ ইলিয়াছ চৌধুরী। ই ট্র্যাকার কার্যক্রম সম্পর্কে বক্তব্য উপস্থাপন করেন ন্যাশনাল আরবান স্পেশালিস্ট ডা. প্রসূন রায়।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে শেখ মুহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম বলেন, সারাদেশের ন্যায় চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকায়ও চলমান ইপিআই কার্যক্রম স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নির্দেশনা অনুযায়ী সকল তথ্য সমূহ ডিএইচআইএস২ সফটওয়্যারের মাধ্যমে প্রেরন করা হয়। ই-ট্র্যাকার বা ইলেকট্রনিক ট্র্যাকিং সিস্টেম ডিএইচআইএস২ সফটওয়্যারে নতুন সংযোজন। এর মাধ্যমে নিবন্ধিত কোনো ব্যক্তির সেবা গ্রহণের সকল তথ্যাদি যেমন-সেবা গ্রহণের তারিখ, স্থান এবং সেবার ধরন ইত্যাদি ইলেকট্রনিক ডিভাইসের মাধ্যমে পর্যবেক্ষন করা যায়। ই-ট্র্যাকার ব্যবহারকারীগন মোবাইল, ট্যাব এবং কম্পিউটারের মাধ্যমে অনলাইনে বা অফলাইনে টিকাপ্রাপ্ত শিশুর তথ্য প্রদান ও পর্যবেক্ষন করতে পারবেন। এছাড়াও ই-ট্র্যাকারের মাধ্যমে বাদ পড়া, আংশিক বাদ পড়া এবং অকার্যকর টিকাপ্রাপ্ত শিশুদের তালিকা প্রস্তুত করা যাবে। ই-ট্র্যাকারের মাধ্যমে সর্বোপরি টিকাদান কার্যক্রমের অগ্রগতি মূল্যায়ন করা যাবে।

তিনি বলেন, ইতোমধ্যে, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ইউনিসেফ-এর অর্থায়নে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক ট্যাব সরবরাহ করা হয়েছে। স্বাস্থ্য ও টিকাদান কর্মীদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সমাপ্তি হওয়ার পর স্বাস্থ্য কর্মীদের নিকট ট্যাবগুলো সরবরাহ করা হবে।

ইপিআই কর্মসূচীকে আরো অধিকতর জোরদার ও সফলভাবে বাস্তবায়নে ডিজিটাল প্রযুক্তির মাধ্যমে ভবিষ্যতে বাংলাদেশের নাগরিকদের বিভিন্ন সরকারি সেবাসমূহ প্রাপ্তিতে ই-ট্র্যাকিং কার্যক্রম অনেক সফলতা বয়ে আনবে। বর্তমানে আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশ থেকে স্মার্ট বাংলাদেশের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। ইপিআই কর্মসূচীতে ই-ট্র্যাকিং কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমরা স্মার্ট বাংলাদেশের দিকে এগিয়ে যাবো।

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ইপিআই কর্মসূচীতে ই-ট্র্যাকার কার্যক্রম বাস্তবায়নে সার্বিক সহযোগিতার জন্য স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, ইপিআই সদর দপ্তর, বিভাগীয় পরিচালক (স্বাস্থ্য) চট্টগ্রাম, সিভিল সার্জন চট্টগ্রাম, ইউনিসেফ, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কে ধন্যবাদ জানানো হয়।

স্বাক্ষরিত/-
(আজিজ আহমদ)
জনসংযোগ অফিসার কাম প্রটোকল অফিসার
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।
মোবাইল-০১৮১৯-৯৩০ ৪৮৮